অবাক
পৃথিবী
গৌতম চিত্রমের নিবেদন • চিত্র পরিবেশকের পরিবেশন

গৌতম চিত্রমের নিবেদন

অবাক পৃথিবী

চিত্রগঠনে

প্রযোজনা—তরুণকুমার
কাহিনী ও চিত্রনাট্য—বিধায়ক ভট্টাচার্য
আলোকচিত্র পরিচালনা ও পরিচালনা } বিশু চক্রবর্ত্তী
সংগীত পরিচালনা—অমল মুখোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ—কে, এ, রেজা
শব্দগ্রহণ—দেবেশ ঘোষ
সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনা—কাত্তিক বসু
ব্যবস্থাপনা—সুখেন চক্রবর্ত্তী
গীতরচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
যন্ত্রসংগীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
সংগীত গ্রহণ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
আলোক সম্পাৎ—প্রভাস চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জায়—মনতোষ রায়

চরিত্রচিত্রনে

শ্রেষ্ঠাংশে—উত্তমকুমার, সাবিত্রী, তরুণকুমার ও মাঃ টুকাই
অন্যান্য চরিত্রে—দীপক মুখার্জ্জি, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রীতি মজুমদার, বিমান ব্যানার্জ্জী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, বীরেন চ্যাটার্জ্জি, অর্পণা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, মণীকা ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, অজিত ব্যানার্জ্জী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ইত্যাদি

কণ্ঠসংগীত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—প্রদীপ দাসগুপ্ত
রাসবিহারী সিংহ
রনজিৎ সিং (রুণু)
আলোকচিত্র গ্রহণে—নির্ম্মল মল্লিক
সৌমেন্দু রায়, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী
শব্দগ্রহণে—রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্টু পরিধা
শিল্প নির্দ্দেশনায়—সোমনাথ চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনায়—অসীত বসু, বিজয় দাস
আলোকসম্পাতে—ভবরঞ্জন দাস
অনিল পাল, কেষ্ট দাস
রূপসজ্জায়—পঙ্কু দাস
স্থির চিত্রে—এড্‌না লরেঞ্জ
পটশিল্পে—রামচন্দ্র সিণ্ডে
প্রচারে—পরিতোষ দে

একমাত্র পরিবেশনা—**চিত্র পরিবেশক**

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে বানীবদ্ধ
ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মেসার্স চন্দ্রকুমার ষ্টোর্‌স্ (বস্ত্র বিভাগ), জগবন্ধু বসু, বীরেন ভট্টাচার্য্য

॥ গৌতম চিত্রমের পক্ষ হইতে পরিতোষ দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥
॥ ৬০-৩ ধর্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১৩ : ইনল্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ॥

কাহিনী

'অবাক পৃথিবী'

অর্জ্জুন মহাভারতের নয়, আজকের, বিংশ শতাব্দীর। হাতে তার গাণ্ডীব নেই, আছে এক নতুন অস্ত্র। যে অস্ত্র দিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিলো আর বাঁচাতে চেয়েছিলো গরীব ঘরের স্নেহ-সম্বল মা-ভাইকে। কিন্তু বাঁচাতে পারলো কৈ! তাইতো দীনু মুদি চোখ ছল্‌ছল্ কোরে অভিযোগ জানায়—"তোর মত ছেলের মা-ভাইয়ের বেঁচে থেকে লাভ কি? মরেছে না বেঁচেছে।" সত্যিই বেঁচেছে তারা। আর বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে অর্জ্জুনকেও। তারতো সামনে বিরাট মুক্তি, বাধা-বন্ধনহীন জীবন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অর্জ্জুন তো রথে চড়ে না, পায়ে হাঁটে, কুরুক্ষেত্রে নয়, কলকাতার শহরে। যুদ্ধ উন্মাদনায় মেতে ওঠে অর্জ্জুন, রাজ্য-লাভের জন্য নয়,

অন্ন-বস্ত্র ও একফালি ঘরের আশায়—

কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। কলকাতা শহর! এখানে পাওনার চেয়ে দেনাই বেশী।

সকলেই উপদেশ দেয় "দুনিয়ার সব লোক ভালো হোয়ে যাচ্ছে—তুইও ভালো হোয়ে যা।" কিন্তু ভালো-হোতে চাইলেই কি ভালো হওয়া যায়? কে জানে! চাকরী চাই! যেমন কোরে হোক। কিন্তু কোথায় চাকরী! সত্যি কথার কোনো

মূল্য নেই, সৎসাহসের কোনো পুরস্কার নেই। মনটা বিষিয়ে ওঠে —"দূর—দূর—দূর, পৃথিবীটা কি ভদ্রলোকের থাকার জায়গা"! গোটা পৃথিবীটাই তার মিথ্যে মনে হয়। বিদ্রোহ কোরে ওঠে মনটা, চিৎকার কোরে নালিশ জানায়। কিন্তু সকলেই যে পাগল বলে! দূর-পাগল কি! অবাক কোরলে যে সকলে! আর অবাক-ব্যবস্থা এই শহরের! লোকের উপকার কোরলে—লাঞ্ছনা পেতে হবে—পাশাপাশি অন্যায় কোরলে—পাগল বানিয়ে ছাড়বে—হয়তো বা পাগলই হোয়ে যেতো যদি না চরম বিভ্রান্তির মধ্যে সে ছিটকে আসতো—এমন এক জায়গায় যেখানে "প্রভাত-পাখীর আনন্দ গান" ভেসে আসে। যেখানে মানুষ ভোরের আলোয় বাঁচবার ও বাঁচাবার সঙ্কল্প নেয়। অর্জ্জুন পথ পায়। তাহলে পৃথিবীটা কি বুড়ো হোয়ে যায়নি? হিসেবে গোলমাল হোয়ে যায়, আবার অবাক হয় সে। কিন্তু এ অবাক হওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে, উৎসাহ আছে, সত্যকে গ্রহণ করার মত উদার মন পাওয়া যায় এখানে। উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে নতুন অনুভূতির আলোকে অর্জ্জুন ভাস্বর হোয়ে ওঠে। সেদিন কত দূরে, যেদিন গোটা পৃথিবীর মনটা ঐ উদার আকাশের মতন উন্মুক্ত হোয়ে যাবে? আরও হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ অর্জ্জুন বাঁচবার পথ পাবে? অর্জ্জুনের এই জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর কারা দেবে—? আজকের মানুষ, না যারা এগিয়ে আসছে তারা?

গান

(১)

এই পুণ্য প্রভাত আলোয় ভরেছে প্রাণ,
প্রভু তোমারই নামে, প্রভু তোমারই নামে
পাখীর কণ্ঠে জেগেছে নতুন গান
তোমারই নামে প্রভু তোমারই নামে॥
পুরব গগনে খুলেছে স্বর্ণদ্বার প্রভু তোমারই নামে
ঘুচিল দ্বন্দ মুছিল অন্ধকার প্রভু তোমারই নামে
ফুলেরা পবনে সুরভি করিল দান তোমারই নামে
প্রভু তোমারই নামে।
বিমল আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হোক
প্রভু তোমারই নামে
গরব বিলাস যত ধূলিতে চূর্ণ হোক
প্রভু তোমারই নামে।
জীবন তটিনী যেন জাগালো গো কলতান
তোমারই নামে প্রভু তোমারই নামে॥
এই পুণ্য প্রভাত আলোয় ভরেছে প্রাণ॥

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(২)

সূর্পনখার নাক কাটা যায় উঁই কাটে নই
চমৎকার।
খদ্দেরকে জ্যান্ত ধরে গলা কাটে দোকানদার।
আর আমরা কাটি পকেট ভাই
কাঁচি নিয়ে আমরা বাঁচি
কাঁচি মোদের ঠাকুর তাই।

কয়েদখানাই স্বর্গ মোদের মন্ত্র শুধু হাতের যশ
পাঞ্জাবী কোট সার্ট ফতুয়া সবার পকেট
মানাই বশ।
খৃষ্টান শিখ হিন্দু মোগল ধর্মে মোরা এক সবাই
কাঁচি নিয়ে আমরা বাঁচি কাঁচি মোদের ঠাকুর তাই।
বুঝতে পারি কোনটা ভারী কার যে পকেট
গড়ের মাঠ
রেসের দিনে মাস পয়লায় পাই যে রূপোর
চাঁদের হাট।

সত্যি কথা বলার যদি সাহস থাকে আজ বলুন,
এই যুগেতে পকেট কাটাই বড় হওয়ার
আসল গুণ।
টাকার ভারে কুঁজো ধরার আমরা কিছু
ভার কমাই
কাঁচি নিয়ে আমরা বাঁচি কাঁচি মোদের ঠাকুর তাই॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

শুধু আঁধার ধূ ধূ আঁধার যত দূর পানে চাই
নেই আলো সেই ভালো, ভাগ্য যে মোর তাই॥
যে ফুল দেখি সেতো কাঁটা
যদি আসেই জোয়ার সেও যে হয় ভাঁটা—
যদি হাত বাড়াই পেয়ে হারাই, কেন আমি
হেরে যাই
নেই আলো সেই ভালো ভাগ্য যে মোর তাই॥
ছায়া যদি বুকে বাঁধি
আলো হতে চায় আপনার
আলোরে বাসিলে ভালো
ছায়া পিছু টানে বারে বার॥
এই ক্লান্ত চোখে ঘুমের ছায়া নামুক
মন্দ ভালোর দ্বন্দ থামুক
ভাবনা যাক মন ঘুমাক্
আমিও ঘুমাতে চাই॥
নেই আলো সেই ভালো ভাগ্য যে
মোর তাই॥

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

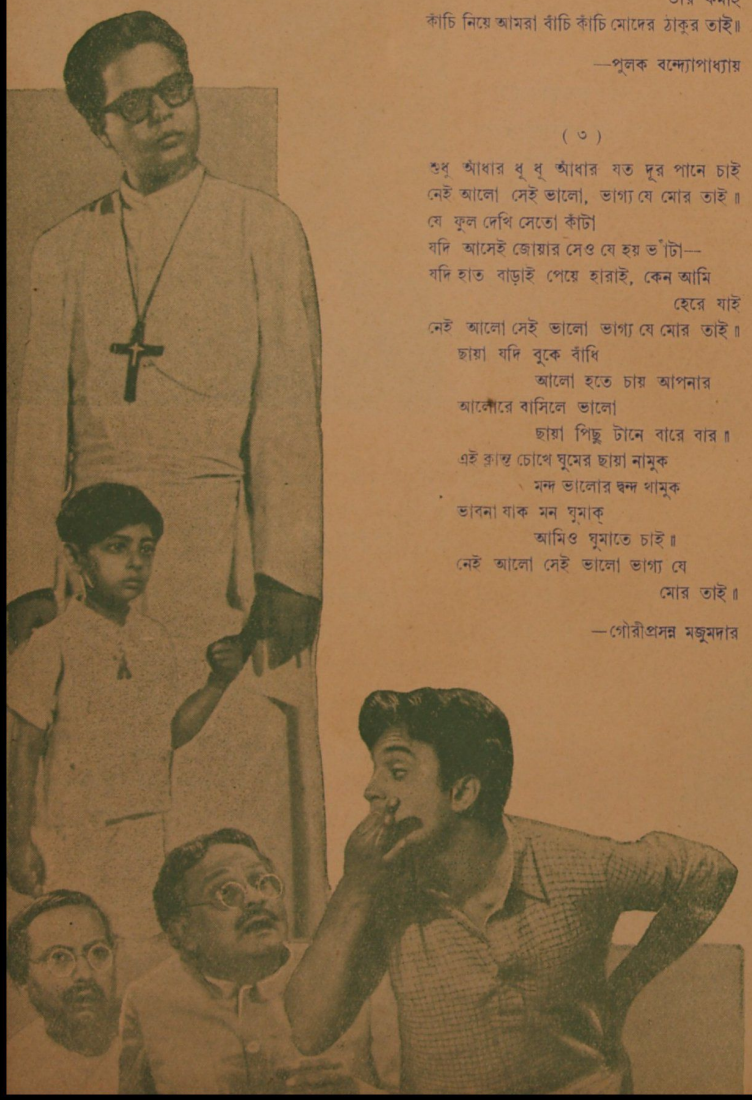

(৪)

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে মায়ের কথা
জানতো না—
মায়ের মত এত আপন কেউ কোথা নেই
জানতো না—
অকালে সে পথ হারালো
গোলক ধাঁধায় পা বাড়ালো—
খোলা পথের মানুষ তাকে কাছেতে আর
টানতো না—
ফুলের মত ছেলের দলে সে পেল আজ সান্ত্বনা—
মায়ের কথা শুনতে হবে
মাকে ভালো বাসতে হবে
বড়ো হবো আমরা তবে বুড়ো হবো না—
কেউ কোন দিন মায়ের মনে দুঃখ দেবো না—
মা'র অপমান কেউ কোনদিন মেনে নেবো না॥
বলোতো মায়ের ডাকে দামাল ছেলে—
বিপদ বাধা দূরে ফেলে
ঝড়ের রাতে দামোদরে সাঁতার দিল কে?
"জানি তার বিদ্যাসাগর নাম—
নিবাস বীরসিংহ গ্রাম"
হাসি মুখে ফাঁসী কাঠে দাঁড়িয়ে ছিল কে?
ছোট্ট হাতেই রাজার আসন নাড়িয়ে ছিল কে?
বলোতো কি ছিল তার নাম?
"শহীদ ক্ষুদিরাম"।
রক্ত দিয়ে শুধতে চেয়ে দেশের মায়ের ঋণ
আজাদ সেনা সাজিয়ে নিয়ে এলো যে একদিন
লিখলো কে এই নতুন ইতিহাস?
"সে যে নেতাজী সুভাষ"।
ছুটবো সবাই খেলবো সবাই দাস্ত হবো শান্ত না
শৃঙ্খলটা ভাঙবো সবাই শৃঙ্খলা কেউ ভাঙবো না।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

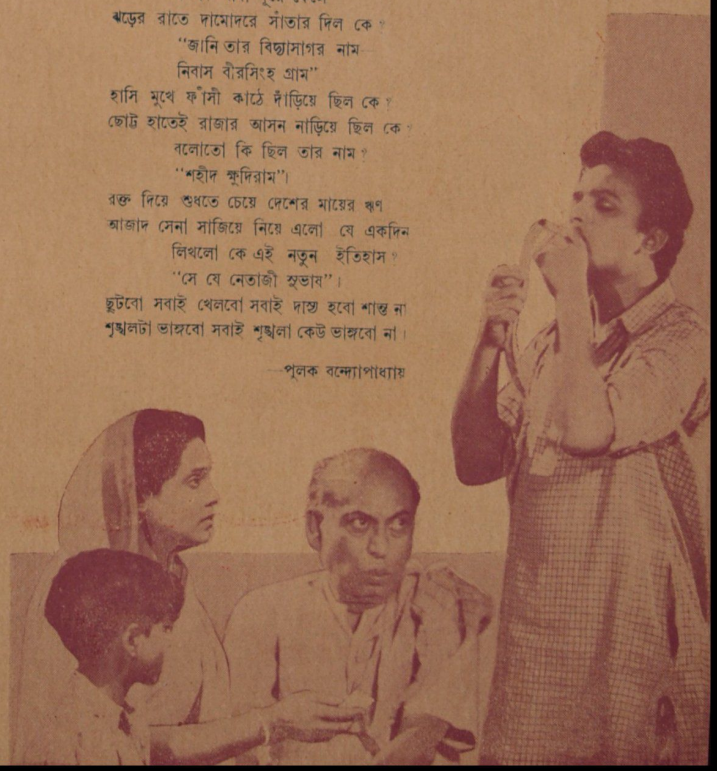

ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী, ক্ষুধা সর্ব্বংসহা, ক্ষুধা চৈতন্যময়ী
তিনটি যুবক ও একটি নারীর সেই বিপুল ক্ষুধার
বিচিত্র কাহিনী নিয়ে

এইচ. এন. সি. প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

HNC
PRODUCTIONS

ক্ষুধা

প্রযোজনা ঃ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য
পরিচালনা ঃ এইচ, এন, সি, ইউনিট ঃঃ সুর ঃ নচিকেতা ঘোষ

- চরিত্র রূপায়নে -

নরেশ মিত্র; কালী বন্দ্যো, বসন্ত চৌধুরী, তরুণকুমার, সাবিত্রী চট্টো, সুনন্দা ব্যানার্জী, কমলা মুখার্জী, মাঃ দীপক, দীপক মুখার্জী, সন্তোষ সিংহ, সুশীল ভট্টাচার্য ও বিধায়ক ভট্টাচার্য